ভোরের কাগজ

MAY 04 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ২ কলাম ১০

কুমিল্লায় মতবিনিময় সভায় প্রতিমন্ত্রী

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত মন্ত্রণালয়

কুমিল্লা থেকে ফিরে রাশিদুল হাসান : শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ.ন.ম এহসানুল হক মিলন শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত মন্ত্রণালয় হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন, এই মন্ত্রণালয়ে কর্মকর্তারা যেভাবে দুর্নীতি করে এবং ঘুষ খায় তা পুলিশের ঘুষ খাওয়াকেও হার মানায়। প্রতিমন্ত্রী এ প্রসঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অডিট এন্ড অ্যাকাউনটিং দপ্তরের কথা উল্লেখ করে বলেন, এখানে দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে। দুর্নীতির অভিযোগে উর্ধ্বতন এক কর্মকর্তাকে ওএসডি করা হয়েছে। কুমিল্লায় অবস্থিত বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) মিলনায়তনে গতকাল নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠান বিষয়ক এক মতবিনিময় সভা এবং সেমিনারে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

মতবিনিময় সভায় প্রতিমন্ত্রী আসন্ন উচ্চ মাধ্যমিক ● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত মন্ত্রণালয়

● প্রথম পাতার পর

পরীক্ষায় নকলবাজ পরীক্ষার্থী এবং নকলে সহায়তাকারী শিক্ষক এবং কর্মকর্তাদের প্রতি আবারো কড়া হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। প্রতিমন্ত্রী এ প্রসঙ্গে বলেন, এবার পরীক্ষার হলে কোনো পরীক্ষার্থীর কাছে নকল পাওয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে বহিষ্কার করা হবে। আগের মতো নকল ফেলে দেওয়ার জন্য সময় বা সুযোগ দেওয়া হবে না। এবার কোনো রাজনৈতিক বা ছাত্রনেতা, স্কুল বা কলেজ ম্যানেজিং কমিটির সদস্য, সমাজসেবক পরীক্ষার কেন্দ্রে প্রবেশের বিষয়েও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী।

নকলে সহায়তাকারী শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে এহসানুল হক বলেন, শিক্ষকের উপস্থিতিতে ম্যাজিস্ট্রেট বা পরিদর্শক দল কোনো ছাত্রের কাছ থেকে নকল ধরলে সংশ্লিষ্ট ক্লাস রুমে কর্তব্যরত শিক্ষককে বহিষ্কার করা হবে এমনকি জেল-জরিমানাও করা হবে। বহিষ্কৃত শিক্ষকের এমপিও বাতিল করা হবে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) মিলনায়তনে গতকাল নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠান বিষয়ক এক মতবিনিময় ও সেমিনারে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা আয়োজিত উক্ত আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বার্ডের পরিচালক সেকেন্দার আলী মণ্ডল, লক্ষ্মীপুর জেলা প্রশাসক এস এম নুরুল ইসলাম, চাঁদপুর জেলা প্রশাসক আবু মোঃ মনিরুজ্জামান খান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রশাসক মোকসেন আলী, পুলিশ সুপার আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ।

আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ মমিনুল হক চৌধুরী।

আলোচনা সভায় প্রতিমন্ত্রী বলেন, নকল প্রতিরোধে স্বল্পমেয়াদি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সরকার এ বছর পর্যাপ্ত নকল প্রতিরোধের জন্য পুলিশ প্রশাসনকে কাজে লাগাচ্ছে। আগামী বছর থেকে দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রমের আওতায় শিক্ষকদেরকে নকল প্রতিরোধে পুলিশের ভূমিকা নিতে হবে। বছরের প্রথম থেকেই শিক্ষকদেরকে ক্লাসে যথাযথভাবে পাঠদান করতে হবে যেন পরীক্ষার সময় কোনো ছাত্রকে নকল করতে না হয়। আলোচনা সভায় বিভিন্ন শিক্ষক পরীক্ষার সময় তাদের নিরাপত্তার বিষয়টি তুলে ধরলে প্রতিমন্ত্রী শিক্ষকদের শতভাগ নিরাপত্তা দেওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

ভালো ছাত্রদের শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করতে শিক্ষকদের বেতন স্কেল বাড়ানোর ঘোষণা দেন প্রতিমন্ত্রী। এ ছাড়া বেসরকারি স্কুলে শিক্ষকদের মান বাড়াতে বেসরকারি কর্মকমিশন গঠন করার চিন্তাভাবনা চলছে বলেও প্রতিমন্ত্রী তার ভাষণে উল্লেখ করেন।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বলেন, আগামীতে যেসব স্কুল থেকে ভালো ছাত্র তৈরি হবে না সেসব স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হবে। তিনি বলেন, নকল প্রতিরোধে আগামীতে প্রতিটি উপজেলায় একটি কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়া হবে।

আলোচনা সভায় 'নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠান' শীর্ষক মূল প্রবন্ধে অধ্যাপক মমিনুল হক চৌধুরী বলেন, পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন রোগ নয়, রোগের লক্ষণ। অতএব চিকিৎসা হতে হবে রোগের ক্ষেত্রে এবং তার জন্য শিক্ষার উন্নয়নের বিকল্প নেই।

তিনি আরো বলেন, নকলমুক্ত পরিবেশের জন্য বেশ কিছু কার্যকর ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্প্রতি এর পরিমাণগত পরিবর্তন ঘটিয়েছে কিন্তু অসদুপায় অবলম্বনের প্রবণতাকে রোধ করতে পারেনি। যে ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে তার চরিত্র ফার্স্ট এইডের কিন্তু আমাদের দরকার মূল চিকিৎসা।

আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারী বক্তাদের সবাই নকল প্রতিরোধে প্রতিটি সদর উপজেলায় পরীক্ষা কেন্দ্র করে পরীক্ষা গ্রহণ, ছোট গাইড তৈরি এবং বিপণন বন্ধ করা, প্রশ্নপত্রে বৈচিত্র্য আনা প্রভৃতি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেন।